মানবজমিন
ইন্টারনেটে মানবজমিন www.manabzamin.net
সত্য প্রকাশে আপসহীন
মঙ্গলবার
৯ই আগস্ট, ২০০৫
৮ম বর্ষ, সংখ্যা ১৫৮
২৫শে শ্রাবণ, ১৪১২
৩রা রজব, ১৪২৬
৮ টাকা

জব ফেয়ারে ৩শ' জনের চাকরি হলো

আবেদনপত্র না পেয়ে ফিরে গেলেন ১৫ হাজার

স্টাফ রিপোর্টার : জব ফেয়ারে সমাপনী দিনে গতকাল নিয়োগপত্র তুলে দেয়া হলো ৩শ' বাছাইকৃত প্রার্থীর হাতে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, টেলিকমসহ ৯টি খাতে ২২টি কোম্পানিতে তারা নিয়োগ পেলেন। অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শাহ মোহাম্মদ আবুল হোসাইন তাদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন। মেলা উপলক্ষে গতকাল দিনভর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ছিল উপচে পড়া ভিড়। অগণিত চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে ৩শ' জনের ছিল সোনার হরিণ হাতে পাওয়ার অভিব্যক্তি। এদের সকলেই গতকাল যান নিয়োগপত্র হাতে নিতে। তবে মেলাজুড়ে ছিল হতাশা। মেলার প্রথম দিনেই ১০ হাজার আবেদনপত্র শেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় দিনে কেউ আবেদনপত্র পাননি। তবে তাদের অনেকেই জীবন বৃত্তান্ত জমা দিয়েছেন। আয়োজকরা বলেছেন, সমাপনী দিনে আবেদনপত্র বিতরণ, গ্রহণ এবং যাচাই করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ সম্ভব নয়। এজন্য মেলার ২য় দিনে কোন আবেদন ফরম বিতরণ করা হয়নি। তবে অনেক প্রার্থী আগের দিনে নেয়া ফরম জমা দিয়েছেন। একটি টেলিকম কোম্পানির পদে আবেদনকারীদের ফরম জমা নেয়া হয়েছে। তাদেরকে পরবর্তীতে সাক্ষাৎকারের স্থান তারিখ জানিয়ে দেয়া হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন আয়োজকরা। পত্রিকায় জব ফেয়ার দেখে খুলনার নিজখামার গ্রাম থেকে এসেছেন নিত্যানন্দ বিশ্বাস বাবু। তিনি সকালে এসে আবেদনপত্র পাননি। বাবু জানান, ১৯৯৭ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে অনার্স মাস্টার্স পড়ে বেকার বসে রয়েছি। মেলার ২য় দিনে আবেদনপত্র বিতরণ হবে না এ ঘোষণা আয়োজকরা দেননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের আমিনাও যান আবেদন ফরম তুলতে। আমিনা আবেদনপত্র না পেয়ে হতাশ। বললেন, ১ম দিনে ভিড়ের কারণে ২য় দিনে এসে বঞ্চিত হয়েছি। এভাবে আরও ১৫ হাজার প্রার্থী ঘুরে-ফিরে যান মেলা প্রাঙ্গণ। মিলনায়তনের লবিতে বসে ফরম পূরণ করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জসীমউদ্দীন হলের ছাত্র রফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, গতকাল ফরম তুলে অতিরিক্ত ভিড়ে জমা দিতে পারিনি। আজ জমা দেব। মহাখালীর দক্ষিণ পাড়া থেকে লাভলীও মেলায় যান। তিনি বলেন, প্যারামেডিকেল কোর্স করেছি। তবে এক্ষেত্রে পদসংখ্যা কম। কমপক্ষে বছরে ২ বার এরকম মেলার আয়োজন করা উচিত। এদিকে সকাল ১১টায় মিলনায়তনে 'উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সবার উপযোগী কর্মসংস্থান' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ বলেন, স্থায়ী উন্নয়নের জন্য মৌলিক শিল্প খাত বিকাশের বিকল্প নেই। কাজের সামাজিক ধারা পরিবর্তন প্রয়োজন। চাকরি নয়, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং আত্মকর্মসংস্থানে নিজেদেরই উদ্যোগী হতে হবে। সেমিনারে আলোচক ছিলেন সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল এমপি, অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. আবুল বারাকাত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক মীজানুর রহমান বিডি, জবস-এর প্রধান নির্বাহী এ কেএম ফাহিম মাসরুর। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন অন্বেষণের মনোয়ার মোস্তফা জলি। স্বাগত বক্তব্য দেন মেলা কমিটির চেয়ারম্যান হোসাইন আল মামুন।